শম্ভু ভট্টাচার্য
এক জীবন্ত কিংবদন্তী

জয়ন্ত রায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শান্তিদেব ঘোষ

১২ই সেপ্টেম্বর - ১৯৯২

দূরভাষ :
বাড়ী : ৭৫-....
অফিস : ৪০-৭৫৯৬
ইঞ্জিন : ৭৭-৮৩২৬

প্রসঙ্গ : শম্ভু ভট্টাচার্য -

'শম্ভু ভট্টাচার্য' এই নামটি এ দেশে বিশেষ পাঁচ দশক ধরে 'রাধার' নৃত্যের ভাণ্ডার - শিল্পী বিশেষের মধ্যে সমান পরিচিত অথচ এই পাঁচ দশকে এই অসাধারণ শিল্পী নিজস্ব মৌলিক ভাবনার ভিত্তিতে কত বিচিত্র নৃত্যের পরিকল্পনা, কত বিস্ময়ী ভঙ্গিমা এবং সারা দেশে নৃত্যে রূপায়িত করে আজ বহু শিল্পীর ভাণ্ডার এসে পৌঁছেছে তা তাঁর [illegible] নৃত্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য অতি-প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাবে [illegible] শুধু তাঁরাই জানেন। দুর্ভাগ্যের - রাধার - এত - [illegible] নৃত্যে শিল্প - [illegible] শিল্পে' দুটি 'বিশেষ সম্মান' লাভ করে - তবু 'বহু সময়' তাঁর নৃত্য প্রকাশ পেয়েছে তার ইচ্ছা নেই - তবু 'শম্ভু ভট্টাচার্য' কথাটাই - [illegible] যে শুধু 'রাধার' - নৃত্য-[illegible] - [illegible] এ 'নামটি' তাঁর - আর - [illegible]।

সাধারণ দর্শক [illegible] [illegible] কথাটাই - প্রথম তাঁর - প্রতিভার - অভিনব নৃত্যরূপ এবং উপলব্ধি - করে - তাঁকে [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা - [illegible] করার - [illegible] - [illegible] তখন তিনি [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] । কিন্তু - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - উৎসাহে - [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] - [illegible] - এক [illegible] - [illegible] - [illegible] এমন এক [illegible] - [illegible] - [illegible] যে [illegible] তাঁর - নৃত্য - [illegible] - [illegible] এক [illegible] - প্রতিভূ।

[illegible]
[illegible] [redacted] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [redacted] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ১২/৩/৭২

আকাশদীপ-৪, ৫. লোয়ার রডন স্ট্রীট. কলিকাতা-২০   ইন্ডিয়া— বেহালা চৌরাস্তার সন্নিকটে।

[শম্ভু ভট্টাচার্যের সৃজনশীল জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রেরিত বার্তার প্রতিলিপি।]

সর্বংসহা, আজীবন দুঃখিনী আমার মাকে; —
যিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন প্রথম দিনের আলো,
শিখিয়েছিলেন বর্ণ আর সংখ্যা চিনতে,
উৎসাহ দিয়েছিলেন শিক্ষার তরণী বেয়ে চলতে।....

আমার কৈফিয়ৎ

শম্ভু ভট্টাচার্য। বিগত শতকের দ্বিতীয় দশকে ভূমিষ্ঠ হয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক অতিক্রান্ত-প্রায় মানুষটির বোধ আর মনন আজও সমান তীক্ষ্ণ এবং ক্রিয়াশীল। এটা সংস্কৃতিপ্রেমী যে-কোনো মানুষের কাছেই রীতিমতো আনন্দের বিষয়। তাঁর কাছে শিল্পসৃষ্টির প্রধান শর্তই হল—সমষ্টির স্বার্থে একে ব্যবহার করতে হবে হাতিয়ার হিসেবে, এলিটের জন্য নয়। আস্থা তাঁর আজও অটুট সমাজের অগ্রগতির বৈজ্ঞানিক দর্শনে।

তাঁর সৃষ্টি জন্ম নিয়েছে মানুষের ভাষাকে অবলম্বন করে, মানুষের দৈনন্দিন বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে। নজরুলের মতো এক বিদ্রোহী সত্ত্বা যেন তাঁর মধ্যে কাজ করে চলেছে অহরহ। মানুষের দুঃখ-বেদনা-ঘামে ভেজা জীবন থেকে সহস্র যোজন দূরে, ভণ্ডামির ধোপ-দুরস্ত কেতায় আসক্ত হয়ে 'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ', 'নকল সৌখিন মজদুরি'-করা সেইসব সুবিধাবাদী, সুযোগ-সন্ধানী সংস্কৃতির দ্বাররক্ষীদের প্রতি তিনি বয়ে নিয়ে বেড়ান তীব্র ক্রোধ আর ঘৃণা। অথচ, ব্যক্তিজীবনে শিশুর মতো এমন সরল, নিরহঙ্কারী মানুষের দেখা পাওয়া সত্যিই দুর্লভ।

প্রথম যখন নাম শুনেছিলাম তখন তাঁর পরিচয় ছিল আমার কাছে একমাত্র 'রানার'-এর স্রষ্টা হিসেবে। মনে মনে ছিল প্রগাঢ় সমীহ, তাঁকে চোখে দেখার আকুতি। ১৯৬৮—কলকাতায় রবীন্দ্রসদন মঞ্চে আমাদেরই সদ্য প্রতিষ্ঠিত

সাংস্কৃতিক সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানে তিনি পরিবেশন করলেন 'রানার'। আমি তখন ব্যাঙ্কে কর্মরত। একটা শিহরণ অনুভব করলাম যেন সারা শরীরজুড়ে। নাচের কিছুই তখন জানতাম না, বুঝতাম না। কিন্তু এ নাচ যে কথা বলে গেল। ব্যক্তি রানারের জীবন-যন্ত্রণা যেন সমষ্টি মানুষের জীবনবোধকে তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে গেল; ডাক দিয়ে গেল আগামীর সম্ভাবনাকেও। সেদিনের দেখা মানুষটা তবু যেন দূরেই রয়ে গেলেন। সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ এলো প্রায় আট বছর পর, আমার ব্যাঙ্কেরই অভ্যন্তরে। সদস্যদের অংশগ্রহণে তখন 'সূর্যশিকার' (নাটক—উৎপল দত্ত)-এর মহড়া চলছে,—১৯৭৬ সাল। নৃত্য-নির্দেশক হিসেবে তাঁকে আমরা পেলাম। হল সাক্ষাৎ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। হয়ে গেলেন 'শম্ভুদা' —যেন একেবারে আপনজন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত, তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অম্লান।

কত কথা যে তাঁর মুখ থেকে শুনেছি! সব যদি লিখে রাখতে পারতাম! স্মৃতিশক্তি যদি আমার তীক্ষ্ণ এবং আর একটু নির্ভরযোগ্য হত! এমন কিংবদন্তী মানুষ, এত বড়ো মাপের সৃজনশীল নৃত্যশিল্পী শুধু এদেশেই নয়, যে-কোনো দেশেই দুর্লভ। যে-কোনো দেশেরই গর্ব। এত অজস্র সৃষ্টিসম্ভার! সঠিক হিসেব-নিকেশই নেই। রক্ষণ নেই। ব্যক্তিজীবনে বোহেমিয়ান, বেহিসেবি, অগোছালো মানুষটি যেন চরিত্রবৈশিষ্ট্যেও নজরুল।

এরকম একজন মহীরুহ হারিয়ে যাবেন? যেতে দেওয়াও তো অপরাধ। সারা জীবন কত খ্যাতি, স্বীকৃতি, সম্মান পেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।—অথচ কী ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের সঙ্গে আজও লড়াই করে চলেছেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা খুবই শক্ত। কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলবেন না, কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। পায়রার খোপের মতো বাসস্থানের জরাজীর্ণ অবস্থা, আলো-বাতাস ঢোকে না ঘরে, নেই কোনো আসবাবপত্র, না টিভি, না ট্রানজিস্টর,—একটা টেপ রেকর্ডার ছিল সঙ্গী, গান শুনে নাচের কম্পোজিশনের কথা ভাবতেন, কিন্তু তারও উপযোগিতা এখন আর নেই, কারণ শ্রবণক্ষমতাই প্রায় শেষ। দিনাতিপাতই দুঃসহ। ঘর-ভর্তি মাকড়সার জালের মতো ঝুল। কোনোরকমে টিকে আছেন আরশোলা-ইঁদুর-টিকটিকি-পিঁপড়ের সাথে স্বামী-স্ত্রী। পাঁকের মধ্যে থেকেও তিনি যেন শতদল হয়ে বিরাজিত। সৃষ্টির বেদনায়, 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মাতোয়ারা মানুষটির চোখে তবু স্বপ্ন সৃজনের, সমাজ পরিবর্তনের। গণনাট্যের আদর্শে আজীবন সৎ, সমাজতন্ত্রের আদর্শে অবিচল মানুষটি আগামী প্রজন্মের দিকে চেয়ে

আছেন পরম আশায় ; —অসমাপ্ত কাজ নিশ্চয় সম্পন্ন হবে, ঘুচে যাবে 'এই দুঃখের কাল', মানুষের ভবিষ্যৎ হবে আলোকোজ্জ্বল।

অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম, এ হেন মানুষটির কিছু কথা লিখে রাখলে কেমন হয়? আমার অনুজপ্রতিম, ক্যালকাটা কয়্যারের কর্ণধার ও বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ সেনবরাটও আমাকে এ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বলেছিলেন। সেই ভাবনাকে রূপায়িত করার আগ্রহের কথা শুনে শম্ভুদা শিশুর মতোই বলে উঠলেন—"আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে আলোচনা করবো। আমার অভিজ্ঞতার কথা যতোটা মনে করতে পারি বলবো। বৌমাকে বলো—আমি কিন্তু দুপুরে তোমার ওখানেই খাবো।" আমার স্ত্রীর সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমার স্ত্রী তো যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। শম্ভুদা নিজের মুখে বলেছেন খাবার কথা! আর তাঁর খাদ্যতালিকা?—এক চামচ ভাত, একটু তেতো, একটা সবজি, সামান্য টক দই ; আমিষ একদম নয়। এ যেন সাত্ত্বিক ঋষির আহার, দৃষ্টিভোজন। তাঁর প্রস্তাবে আমিও কম অবাক হইনি। এরকম একজন দিকপাল শিল্পী, বয়সে যিনি পিতৃতুল্য, প্রাজ্ঞ, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ, কত সহজেই হয়ে গেলেন বন্ধুর মতো। এমন একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল যে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা-বার্তা, হাসি-ঠাট্টা করা যেত অকপটে। এমনই দিলখোলা মানুষ।

শুরু হল আমার নর্দার্ন এভিনিউ (পাইকপাড়া) আস্তানায় তাঁর আসা-যাওয়া, আলোচনা,—কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়গড় করে বলে যেতেন, কখনো বা প্রশ্ন করে কৌতূহল মেটাতে হত। সবটাই বলতেন স্মৃতির পাতা থেকে। এমনই অগোছালো মানুষ যে নিজের কাছে কোনো ডায়রি, নোটবই, পুরনো দিনের পেপার কাটিং, কোনো অনুষ্ঠানের বা পুরস্কার গ্রহণের কোনো মুদ্রিত ছবি বা আলোকচিত্র, মানপত্র, স্মারক ইত্যাদি কোনোকিছুই সযত্নে রক্ষা করা তো দূরের কথা,—অযত্নে রাখারও প্রয়োজন মনে করেননি। প্রশ্ন করলে একটাই উত্তর—"কী হবে ওসব আগলে? নিজের বিজ্ঞাপনের জন্য? আমার কাজ তো উজাড় করে দিয়ে যাওয়া, খরচ করে যাওয়া ; সঞ্চয় করে যারা রাখার তারা রাখবে।"

প্রথম দিন তিনি এলেন আমার বাড়িতে ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ ; তারপর একাদিক্রমে আরও বেশ কয়েকটি রবিবার। যতটা পেরেছি সংক্ষেপে লিখে নিয়েছি। কাজেই বর্তমান প্রকাশনাটি অনেকটাই সাক্ষাৎকার-নির্ভর। তারপরও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ তো নিয়মিতই রয়েছে।

একটা তাগিদ হঠাৎ নাড়া দিল। কাজটা অবিলম্বে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য। ইতিমধ্যে অস্বাভাবিক দেরী হয়ে গিয়েছে, অমার্জনীয় অপরাধ করে

ফেলেছি। তাঁর চোখের সামনে কাজটা মেলে ধরতেই হবে, হয়তো বা মানুষটি আনন্দ পাবেন; আমার প্রচেষ্টাও সামান্য হলেও স্বীকৃত হবে। সমকাল তো বরাবরই বড্ড কৃপণ, অসূয়া আর স্বার্থপরতায় অনেকটাই ক্লিন্ন। জীবিতকালে উপেক্ষিত অনেক গুণী মানুষই তো মর্যাদাসীন হয়েছেন মৃত্যুর পর। তখন যেন তাঁদের সম্মান জানানোর জন্য একটি অশোভন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়!

বইটির প্রকাশনার কাজে অনেকের কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য পেয়েছি। বিশেষ করে কল্যাণ সেনবরাট এবং ক্যালকাটা কয়্যারের আমার অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে। বইটির কোথাও কোনো ত্রুটি, অসঙ্গতি, সংযোজন-বিয়োজনের প্রশ্নে ইতিবাচক এবং নির্ভরযোগ্য পরামর্শ এলে তা কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত হবে।

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' যেমন বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের হাতের স্পর্শে হয়েছে সঞ্জীবিত, ঘটেছে তার দিগন্তব্যাপী প্রসারিত পুনর্জন্ম ; ঠিক তেমনি যেন সুকান্ত কবির 'রানার' শম্ভু ভট্টাচার্যে-র চেতনার রঙে রঞ্জিত হয়ে পেয়েছে এমন এক মাত্রা যা স্থান ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে অনায়াসেই ছুঁয়ে ফেলেছে অসংখ্য মানুষের আবেগ, শাণিত ও পরিশীলিত করেছে আন্দোলনমুখী চেতনা।

শিল্প সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে বেশ কিছু অভিমত বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে—

—শেক্সপীয়র যদি একমাত্র 'কিং লীয়র' ছাড়া আর একটিও নাটক না লিখতেন তবু তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের শিরোপা থেকে বঞ্চিত হতেন না।

—নজরুল সম্বন্ধেও উক্তি : শুধুমাত্র 'বিদ্রোহী' কবিতাটির জন্যই বাংলা কাব্যজগতে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

বক্তব্যগুলির মধ্যে অতিশয়োক্তি বা অতিভাবালুতা কাজ করে থাকতে পারে, বিশেষ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, পাঠক বা দর্শকমনের চাহিদা ও সন্ধানপূর্তির তৃপ্ত আবেশে। তবু উক্তিগুলির গভীরতা তো অস্বীকার করা যায় না কোনোমতেই।

একই ধরনের উক্তি হয়তো বা শম্ভু ভট্টাচার্য সম্বন্ধে আরো বেশি করে প্রযোজ্য। তিনি যদি সারা জীবন ধরে 'রানার' ছাড়া আর একটিও নৃত্যভাবনা প্রকাশ না করতেন তবু ঐ একটি সৃষ্টিই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখত অগণিত মানুষের সংস্কৃতি আন্দোলনের চালচিত্রে।

সৃষ্টি যে কোনো কোনো সময়ে স্রষ্টাকেই ছাপিয়ে যায় একথাও তো সত্য। স্রষ্টার অগোচরে এমন ঘটনা ঘটে যায়। স্রষ্টা বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে চেয়ে থাকেন